হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৩

(১)আন্তিয়খিয়ার অনুসারীদের মধ্যে কয়েকজন ওলি ও শিক্ষক ছিলেন। তাদের নাম হযরত বার্নবাস র., হযরত নিগের র. নামে পরিচিত সিমোন, সাইরিনীয় হযরত লুকিয়াস র., শাসনকর্তা হেরোদের রাজ সভার হযরত মানায়েন র. এবং হযরত শৌল রা.। (২)তারা যখন রোজা রাখছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদত করছিলেন, তখন আল্লাহর রুহ তাদের বললেন, "বার্নবাস আর শৌলকে আমি যে-কাজের জন্য ডেকেছি, তার জন্য তাদের আলাদা করে দাও।"

(৩)তখন তাঁরা রোজা রেখে ও মোনাজাত করে সেই দু' জনের ওপর হাত রাখলেন এবং তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন। (৪)আল্লাহর রুহের দ্বারা প্রেরিত হয়ে হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা. সেলেউকিয়াতে গেলেন। (৫)পরে সেখান থেকে জাহাজে করে সাইপ্রাসে গেলেন। সালামিতে পৌঁছে তাঁরা ইহুদিদের সিনাগোগে আল্লাহর কালাম প্রচার করলেন এবং হযরত ইউহোন্না র. ও সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সংগে ছিলেন।

(৬)গোটাদ্বীপ ঘোরা শেষে তাঁরা পাফোতে এলেন এবং সেখানে বার-ইসা নামে একজন ইহুদি জাদুকর ও ভন্ড-নবির দেখা পেলেন। (৭,৮)সেই ভন্ড-নবিকে ইলুমা, অর্থাৎ জাদুকর বলা হতো। সেই জাদুকর সের্গিয়-পৌলের একজন বন্ধু আর তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিমান লোক। সের্গিয়-পৌল আল্লাহর কালাম শোনার জন্য হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা.-কে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু ইলুমা তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলো।

(৯)কিন্তু শৌল, যাকে হযরত পৌল রা. বলেও ডাকা হতো, তিনি আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে সোজা ইলুমার দিকে তাকালেন, এবং বললেন "তুমি ইবলিসের সন্তান ও দীনদারির শত্রু (১০)সব রকম ছলনা ও ঠকামিতে পূর্ণ। তুমি কি আল্লাহর সোজা পথকে বাঁকা করার কাজ কখনো থামাবে না? এখন শোনো, আল্লাহর হাত তোমার বিরুদ্ধে উঠেছে। (১১)তুমি অন্ধ হয়ে যাবে এবং কিছুদিন সূর্যের আলো দেখতে পাবে না।" তখনই কুয়াসা আর অন্ধকার তাকে ঢেকে ফেললো এবং কেউ যেনো তাকে হাত ধরে সাহায্য করতে পারে, এ-জন্য তখন সে হাতড়ে বেড়াতে লাগলো।

(১২)এসব দেখে সেই শাসনকর্তা ইমান আনলেন। কারণ আল্লাহর বিষয়ে যে-শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, তাতে আশ্চর্য হয়েছিলেন। (১৩)এরপর হযরত পৌল রা. ও তার সঙ্গীরা পাফো থেকে জাহাজে করে পাম্ফুলিয়ার পের্গায় এলেন।

(১৪)তবে হযরত ইউহোন্না র. তাদের ছেড়ে জেরুসালেমে ফিরে গেলেন। তারা পের্গা থেকে পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিয়খিয়া শহরে গেলেন এবং সাব্বাতে সিনাগোগে গিয়ে বসলেন।

(১৫)তওরাত ও সহিফাগুলো থেকে তেলাওয়াত করা শেষ হলে সিনাগোগের নেতারা তাঁদের বললেন, "ভাইয়েরা, লোকদের উৎসাহ দেবার জন্য যদি কোনো কথা আপনাদের থাকে, তবে বলুন।" (১৬)তখন হযরত পৌল রা. উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে বললেন, "হে বনি-ইস্রায়েলীয়রা ও আল্লাহ্ভক্ত অ-ইহুদিরা, শুনুন-

(১৭-১৮)এই ইস্্রায়েল জাতির আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের বেছে নিয়েছিলেন। যখন তাঁরা মিসরে ছিলেন, তখন তাঁদের অনেক বড়ো জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর মহা-ক্ষমতায় সেই দেশ থেকে তাঁদের বের করে এনেছিলেন।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে মরু-প্রান্তরের মধ্যে তাঁদের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করেছিলেন। (১৯)তারপর তিনি কেনান দেশের সাতটি জাতিকে ধ্বংস করে সেই দেশের ওপর তাঁদের অধিকার দিয়েছিলেন।

(২০)এসব ঘটনা ঘটতে প্রায় চারশ-পঞ্চাশ বছর লেগেছিলো। এরপর হযরত সামুয়েল আ. এর সময় পর্যন্ত তাঁদের শাসন করার জন্য আল্লাহ তাঁদের কয়েকজন কাজি দিয়েছিলেন। (২১)পরে তাঁরা একজন বাদশাহ চাইলো। তখন আল্লাহ্ তাঁদের বিন্ইয়ামিন বংশের কিশ্-এর ছেলে তালুতকে দিয়েছিলেন।

(২২)তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে সরিয়ে হযরত দাউদ আ. কে বাদশাহ করলেন। তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি ইয়াচ্ছার ছেলে দাউদের মধ্যে আমার মনের মতো লোকের খোঁজ পেয়েছি। সে আমার সমস্ত ইচ্ছাপূর্ণ করবে।' (২৩)তিনি তাঁর ওয়াদা অনুসারে এই লোকের বংশধরদের মধ্য থেকে বনি-ইস্্রাইলের কাছে নাজাতদাতা হযরত ইসা আ.-কে পাঠিয়েছেন।

(২৪)তাঁর আসার আগে হযরত ইয়াহিয়া আ. বনি-ইস্রায়েলের কাছে তওবার বায়াত প্রচার করেছেন। (২৫)তিনি তাঁর কাজ শেষ করার সময় বলেছিলেন, 'আমি কে, তোমরা কী মনে করো? আমি তিনি নই, কিন্তু যিনি আমার পরে আসছেন, আমি তাঁর জুতার ফিতা খোলারও যোগ্য নই।'

(২৬)ভাইয়েরা, হে হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধরেরা ও আল্লাহ্ভক্ত অ-ইহুদিরা, নাজাতের এই যে কালাম, তা আমাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে। (২৭)কারণ জেরুসালেমের লোকেরা ও তাঁদের নেতারা তাঁকে চেনেনি। এছাড়া নবিদের যে-কথা প্রত্যেক সাব্বাতে তেলাওয়াত করা হয়, তাও তাঁরা বুঝতে পারেনি। তাঁরা তাঁকে দোষী করে সেই কথাগুলো পূর্ণ করেছেন।

(২৮)যদিও মৃত্যুর শাস্তি দেবার মতো কোনো কারণ তারা পায়নি, তবুও পিলাতকে তারা বলেছেন, যেনো তাঁকে হত্যা করা হয়। (২৯)তাঁর বিষয়ে লেখা সবকিছু পূর্ণ করার পর তারা তাঁকে গাছ থেকে নামিয়ে দাফন করেছিলো। (৩০)কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন। (৩১)এবং গালিল থেকে যাঁরা তাঁর সংগে জেরুসালেমে এসেছিলেন, তিনি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁদের দেখা দিয়েছিলেন। এখন তাঁরাই লোকদের কাছে তাঁর সাক্ষী।

(৩২)আমরা আপনাদের কাছে এই সুখবর দিচ্ছি যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আল্লাহ্ যে-ওয়াদা করেছিলেন, (৩৩)তিনি তাঁদের বংশধরদের জন্য হযরত ইসা আ. কে জীবিত করে তুলে তা পূর্ণ করেছেন। এই বিষয়ে জবুর শরীফের দ্বিতীয় রুকুতে এ-কথা লেখা আছে- 'তুমিই আমার একান্ত প্রিয়মনোনীত জন, আজই আমি তোমার প্রতি পালক হয়েছি।'

(৩৪)তিনি যে তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন এবং তাঁর শরীর যে আর কখনো নষ্ট হবে না,

(৩৫)সে-বিষয়ে তিনি এই কথাগুলো বলেছেন, 'দাউদের কাছে করা আমার পবিত্র ওয়াদা আমি তোমাকে দেবো।' এ-বিষয়ে জবুর শরীফের আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন- 'তোমার পবিত্র ভক্তের শরীরকে তুমি নষ্ট হতে দেবে না।'

(৩৬)কারণ হযরত দাউদ আ.তাঁর সময়ের লোকদের মধ্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পরে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়েছে এবং তাঁর শরীর মাটিতে মিশে গেছে। (৩৭)কিন্তু আল্লাহ যাঁকে জীবিত করেছিলেন, তাঁর শরীর নষ্ট হয়নি।

(৩৮)এ-জন্য আমার ভাইয়েরা, আপনাদের জানা দরকার যে, তাঁর নামের মাধ্যমেই নাজাত পাবার কথা আপনাদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে। (৩৯)আপনারা হযরত মুসা আ. এর শরিয়তের দ্বারা নাজাত পাননি, কিন্তু যে-কেউ হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনে, সে তার সমস্ত গুনাহ্ থেকে নাজাত পায়।

(৪০)এ-জন্য আপনারা সাবধান হোন, যেনো নবিরা যা বলেছেন, তা আপনাদের ওপর না-ঘটে- (৪১)'হে তামাসাকারীরা, তোমরা শোনো, তোমরা হতভম্ব হও ও ধ্বংস হও। কারণ তোমাদের সময়কালেই আমি একটি কাজ করছি। এমন কাজ, যা তোমরা কখনো বিশ্বাস করবে না; এমনকি কেউ বললেও না।' " (৪২)হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র. যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁদের অনুরোধ করলো, যেনো তাঁরা পরের সাব্বাতে এ-বিষয়ে আরো কিছু বলেন।

(৪৩)সিনাগোগের সভা শেষ হলে পর অনেক ইহুদি ও ইহুদি ধর্ম গ্রহণকারী আল্লাহ্ ভক্ত অ-ইহুদিরা হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র.-র সংগে গেলেন। তাঁরা এই লোকদের উৎসাহ দিলেন, যেনো তাঁরা আল্লাহর রহমতের মধ্যে স্থির থাকেন।

(৪৪)পরের সাব্বাতে শহরের প্রায় সব লোক আল্লাহর কালাম শোনার জন্য এক সংগে মিলিত হলো। (৪৫)কিন্তু এতো লোকের ভিড় দেখে ইহুদিরা হিংসায় জ্বলে উঠলেন এবং হযরত পৌল রা.র সংগে তর্কাতর্কি ও তাঁর নিন্দা করতে লাগলেন। (৪৬)তখন হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাসর. সাহসের সংগে তাদের বললেন, "আল্লাহর কালাম প্রথমে আপনাদের কাছে বলা দরকার ছিলো কিন্তু আপনারা যখন তা অগ্রাহ্য করছেন এবং আল্লাহর দীনে দাখিলের যোগ্য বলে নিজেদের মনে করছেন না, তখন আমরা অ-ইহুদিদের কাছে যাচ্ছি।

(৪৭)কারণ হযরত ইসা মসিহ আমাদেরকে এই হুকুম দিয়েছেন, 'আমি তোমাকে অন্য জাতির কাছে আলোর মতো করেছি, যেনো তুমি দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত নাজাত পৌঁছাতে পারো।' (৪৮)অ-ইহুদিরা এ-কথা শুনে খুশি হলো এবং আল্লাহর কালামের গৌরব করলো। আর দীনে দাখিল হওয়ার জন্য আল্লাহ্ যাদের ঠিক করে রেখেছিলেন, তারা ইমান আনলো।

(৪৯,৫০)আল্লাহর কালাম সেই এলাকার সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ইহুদিরা আল্লাহর ইবাদতকারী ভদ্র মহিলাদের এবং শহরের প্রধান-প্রধান লোকদের উসকে দিলো। এভাবে তাঁরা হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস রা. এর ওপর জুলুম করে সেই এলাকা থেকে তাঁদের তাড়িয়ে দিলো।

(৫১)তখন হযরত পৌল রা. আর হযরত বার্নবাস র. সেই লোকদের বিরুদ্ধে তাঁদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে ইকোনিয়ম শহরে চলে গেলেন। (৫২)এবং সেখানকার উম্মতেরা আনন্দে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ হলো।